পাদুয়া ভারতের হাতে তুলিয়া দেওয়ায় প্রমাণিত হইল তাহাদের হাতে দেশ নিরাপদ নয় ---খালেদা জিয়া

আবদুল মালিক চৌধুরী ও হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী ॥ চারদলীয় ঐক্যজোট নেত্রী ও বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া বর্তমান সরকারের হাতে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নিরাপদ নয় উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দায়িত্ব গ্রহণকালে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও জাতির জান-মাল রক্ষায় শপথ নিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এই শপথ রক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি শপথ ভঙ্গ করিয়াছেন; কিন্তু দেশ রক্ষায় নিয়োজিত বিডিআর ভূখন্ড রক্ষায় তাহাদের শপথ রক্ষা করিয়াছে। তিনি বলেন, ইহার জন্য আমরা দেশবাসী গর্বিত। আমরা তাহাদেরকে সালাম জানাই।

বেগম খালেদা জিয়া গতকাল সোমবার বিকালে সিলেট শহরে আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে সীমান্তে ভারতীয় হামলার প্রতিবাদ, সিলেটের তামাবিল সীমান্তের পাদুয়া পুনরুদ্ধার, শায়খুল হাদিসসহ গ্রেফতারকৃত নেতৃবৃন্দের মুক্তি, অবিলম্বে সরকারকে পদত্যাগ করিয়া তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবীতে চার দলীয় ঐক্যজোট আয়োজিত মহাসমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তৃতাকালে এই কথা বলেন। খালেদা জিয়া সভায় উপস্থিত জনতার উদ্দেশে প্রশ্ন রাখিয়া বলেন, "এই আওয়ামী লীগ সরকারের হাতে দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব কি নিরাপদ? তাহাদের কি ক্ষমতায় রাখা যায়?" তখন জনতা উচ্চৈঃস্বরে 'না না' বলিয়া তাহার প্রশ্নের জবাব দেয়। তিনি সিলেটবাসীকে দেশপ্রেমিক উল্লেখ করিয়া বলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে আপনাদের ভূমিকা ছিল গৌরবময়। এই প্রসঙ্গে তিনি মরহুম জেনারেল এমএজি ওসমানির কথা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়া বলেন, এই সরকার তাহার নাম মুছিয়া ফেলিতে চায়। তিনি পাদুয়া প্রসঙ্গে বলেন, দেশ ও মাটি রক্ষায় সিলেটবাসীর সহিত একাত্মতা প্রকাশের জন্য আমরা সিলেট আসিয়াছি। আপনারা একা নন। দেশবাসীও আপনাদের সহিত আছে। খালেদা জিয়া দেশরক্ষায় নিয়োজিত সৈনিকদের নির্ভয়ে দায়িত্ব পালন করার আহ্বান জানাইয়া বলেন, কোন শক্তি নাই, আপনাদেরকে বাধা দেয়। সিলেট জেলা ঐক্যজোটের আহ্বায়ক ও জেলা বিএনপি সভাপতি এম এ হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, ইসলামী ঐক্যজোটের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মাওলানা মহিউদ্দিন খান, জাতীয় পার্টির (ম-না) ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডাঃ এম এ মতিন ও সাবেক অর্থমন্ত্রী বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য এম সাইফুর রহমান এমপি।

খালেদা জিয়া দেশপ্রেমিক বিডিআরের ভূমিকার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, তাহাদেরকে সরকারের পক্ষ হইতে পুরস্কৃত করার বদলে তিরস্কার ও ভয় দেখানো হইতেছে। খালেদা জিয়া হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করিয়া বলেন, "যদি কোন সৈনিকের চাকুরী খাওয়া হয়, তাহা হইলে তাহার পরিণতি হইবে ভয়াবহ। তিনি বলেন, যাহারা ভূখন্ড রক্ষা করিয়াছে, আমরা সরকার গঠন করিলে বীরের মর্যাদা দিব। তিন শহীদ বিডিআরকে বীরশ্রেষ্ঠ উপাধি দিব। খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সমালোচনা করিয়া বলেন, তাহার জন্য লজ্জা হয়, তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সহিত ফোনে আলাপকালে দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, তিনি নাকি কিছুই জানেন না। তিনি প্রশ্ন রাখিয়া বলেন, তাহা হইলে শেখ হাসিনা দেশ পরিচালনা করিতেছেন কিভাবে। খালেদা জিয়া বলেন, আমরা আগেই বলিয়াছিলাম এই আওয়ামী লীগ সরকার ভারতের দালাল। তাহাদের হাতে দেশ নিরাপদ নয়। এই কথা প্রমাণিত হইল পাদুয়া ভারতের হাতে তুলিয়া দেওয়ায়। তিনি বলেন, সিলেটবাসী তথা দেশবাসী আজ স্পষ্ট জানিতে চায়, কেন পাদুয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল। তিনি শেখ হাসিনাকে উদ্দেশ করিয়া বলেন, যদি সাহস থাকে দেশের সীমান্ত এলাকা হইতে বিএসএফকে সরাইয়া নিতে বলুন, সারাদেশের সীমান্ত এলাকার চারিদিকে বিএসএফ রণসাজে সজ্জিত হইয়া বিনা উস্কানিতে বাংলাদেশ ভূখন্ডে ঢুকিয়া ঘরবাড়ী জ্বালাইয়া দিতেছে, আমাদের নাগরিকদের উপর নির্বিচারে জুলুম-অত্যাচার চালাইয়া যাইতেছে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে সরকার নিশ্চুপ। ইহাতে আজ প্রমাণিত হইয়াছে, এই দেশের মাটি ও মানুষকে আওয়ামী লীগের দ্বারা রক্ষা করা যাইবে না। তাঁবেদারী, দালালী করিয়া, মাথা নিচু করিয়া দেশ পরিচালনা করা যায় না। দেশের চারিদিকে ভারতীয় সৈন্য সমাবেশ ইহা কিসের লক্ষণ?

খালেদা জিয়া বলেন, চার দলের সরকার গঠিত হইলে দেশের মান-মর্যাদা রক্ষা করিয়া আমরা মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইব। অতীতেও আমরা সরকার পরিচালনা করিয়াছি সম্মানের সাথে।

খালেদা জিয়া বলেন, আমরা কাহারও সাথে যুদ্ধ চাহি না–বন্ধুত্ব চাই। তবে তাহা হইবে মর্যাদার সহিত তাঁবেদারি করিয়া নয়। তিনি বলেন, আমরা তাহাদের ২৫ বছরের গোলামী চুক্তি হইতে জাতিকে শৃংখলমুক্ত করিয়াছিলাম। আজ তাহাদের হাতে দেশ বিপন্ন। খালেদা জিয়া বলেন, দেশরক্ষা বাহিনীকে পঙ্গু করার ষড়যন্ত্র চলিতেছে। তিনি বলেন, পুরাতন মিগ ২৯ দিয়া দেশের সীমান্ত রক্ষা করা যাইবে না। ইহা ক্রয় করা হইয়াছে চার শত কোটি টাকা আত্মসাতের জন্য। এই মিগ রাশিয়া ভারতকেও দিয়াছে। মিগের খুচরা যন্ত্র কিনিতে হইবে ভারত হইতে। তাহা হইলে কি করিয়া সীমান্ত রক্ষা হইবে। অস্ত্র কেনার নামেও কমিশন খাওয়া হইতেছে।

খালেদা জিয়া বলেন, দেশের অর্থনীতি ধ্বংস হইয়াছে। চোরাচালনি পণ্যে দেশ ছাইয়া গিয়াছে। আমাদের আমলের শিল্প-কারখানাগুলি এক এক করিয়া বন্ধ হইয়াছে। সর্বত্র সন্ত্রাসের রাজত্ব চলিতেছে। মন্ত্রী, এম.পি ও তাহাদের সন্তানরা সন্ত্রাসের সহিত জড়িত। চট্টগ্রামের কুখ্যাত সন্ত্রাসী মামুন ঢাকায় এক মন্ত্রীর বাসায় আশ্রয় নিয়াছে। তাহাকে পুলিশ ধরে না। অপরদিকে জননিরাপত্তা আইন করিয়া বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়া গ্রেফতার ও হয়রানি করা হইতেছে। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ শুধু সন্ত্রাসই করিতেছে না তাহারা মসজিদে নামাজরত অবস্থায় হামলা করিয়াছে। তিনি বলেন, তাহার পিতার গুণগান না করায় বায়তুল মোকাররমের খতিবকে অপসারণ করা হইয়াছে। প্রশাসনকে দলীয়করণ করায় প্রশাসন আজ অকার্যকর হইয়া পড়িয়াছে। পুলিশ নিরপেক্ষভাবে কাজ করিতে পারিতেছে না। তিনি বলেন, শেখ হাসিনা পবিত্র মদীনায় গিয়া যে ওয়াদা করিয়াছিলেন তাহাও রক্ষা করেন নাই। তিনি ক্ষমতায় থাকার জন্য প্রভুদের নিকট প্রদত্ত ওয়াদা পালন করিতেছেন। তাহাদেরকে আর বিশ্বাস করা যায় না। তাই দেশের মানুষ তাহাদের আর ক্ষমতায় দেখিতে চায় না। দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় চার দলের সরকার গঠন ছাড়া বিকল্প আর কিছু নাই। মতিউর রহমান নিজামী বলেন, আমাদের দেশের উপর যদি কোন আঘাত আসে তাহা হইলে আসিবে ভারত হইতে। সরকার এই মাটির নিকট দায়বদ্ধ নয়, দায়বদ্ধ ভারতের নিকট। তিনি আওয়ামী লীগ সরকারকে উদ্দেশ করিয়া বলেন, তাহারা স্বাধীনতা পক্ষ-বিপক্ষ শক্তির কথা বলিয়া থাকে; কিন্তু তাহারা কি স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি? তিনি বলেন, ভারতের এই পুতুল সরকারের বিরুদ্ধে দেশবাসী আজ ঐক্যবদ্ধ।

মাওলানা মহিউদ্দিন খান বলেন, ভারতের প্রচার মাধ্যমে আমাদের সেনাবাহিনীকে হেয় প্রতিপন্ন করা হইতেছে। দেশের ১৩ কোটি মানুষ তাহা বরদাশত করিতে পারে না। ডাঃ এম, এম, মতিন বলিয়াছেন, এই সমাবেশ প্রমাণ করিয়াছে, এরশাদের মত বেঈমান, বিশ্বাসঘাতক চলিয়া গেলেও চার দলের ঐক্যের অগ্রযাত্রা স্তব্ধ হইবে না। সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন এম সাইফুর রহমান, আবদুল মান্নান ভুঁইয়া, ডাঃ মোশারফ হোসেন, মোরশেদ খান এমপি, কামরুজ্জামান, কাজী ফিরোজ রশীদ প্রমুখ।

বেগম খালেদা জিয়াসহ ঐক্যজোট নেতৃবৃন্দ ইহার আগে সড়কপথে সিলেট পৌঁছিয়া হযরত শাহজালাল (রঃ) এর মাজার জিয়ারত করেন। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া উপেক্ষা করিয়া সিলেট শহর ছাড়াও বিভিন্ন থানা অঞ্চল হইতে বাসে-ট্রেনে করিয়া হাজার হাজার মানুষ সমাবেশে উপস্থিত হয়। খালেদা জিয়া সন্ধ্যার পর হযরত শাহপরান (রঃ) মাজার জিয়ারত শেষে রাত্র ৮টার দিকে সড়কপথে ঢাকার উদ্দেশ্যে সিলেট ত্যাগ করেন।

খালেদা জিয়া মৌলভীবাজারের পথসভায় যান নাই

মৌলভীবাজার সংবাদদাতা জানান, নিরাপত্তাজনিত কারণে চার দলীয় জোট নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া মৌলভীবাজারে পথসভা করিতে পারেন নাই। গতকাল সোমবার সিলেটে ৪ দলের মহাসমাবেশে যোগদানের উদ্দেশ্যে বেগম জিয়া সড়কপথে সিলেট যাওয়ার সময় মৌলভীবাজার পশ্চিম বাজারে এক পথসভার আয়োজন করা হয়। বিকাল প্রায় ৩টার সময় নেত্রী সভাস্থলে আসিয়া পৌঁছিলে নিরাপত্তাজনিত কারণে পথসভা না করিয়া সোজা সিলেট চলিয়া যান। পরে জনসভা হইতে ঘোষণা করা হয় যে, নিরাপত্তাজনিত কারণে নেত্রী পথসভা করেন নাই।

নির্বাচন কমিশনে ৮টি নির্বাচন পর্যবেক্ষণকারী সংগঠন

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ নির্বাচন পর্যবেক্ষণকারী ৮টি সংগঠনের পক্ষ হইতে গতকাল সোমবার প্রধান নির্বাচন কমিশনার এম,এ সাঈদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অবাধে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন দাবী জানান হয়। ইলেকশন মনিটরিং ওয়ার্কিং গ্রুপ নামে ৮টি সংগঠনের এই সংস্থা পর্যবেক্ষকদের নিরাপত্তা, ৭ দিন আগে পরিচয়পত্র প্রদানসহ বিভিন্ন দাবী জানায়। সাক্ষাৎকালে নির্বাচন কমিশনার এম,এম, মুনসেফ আলী ও এ,কে, মোহাম্মদ আলী উপস্থিত ছিলেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সহিত সাংবাদিক নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎ

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ গতকাল সোমবার ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি ইকবাল সোবহান চৌধুরীর নেতৃত্বে সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিভিন্ন দাবী পেশ করেন। দাবীসমূহের মধ্যে রহিয়াছে যশোরের সাংবাদিক শামসুর রহমানের, খুলনার সাংবাদিক নহর আলী, যশোরের সাইফুল আলম মুকুল ও সাতক্ষীরার আলাউদ্দিনের হত্যাকারীদের গ্রেফতার ও ফরিদপুরের প্রবীর শিকদারের এবং ফেনীর টিপু সুলতানের উপর হামলায় জড়িতদের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবী জানান। নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন স্থানে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের উপর হামলা, নির্যাতন বন্ধের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের আহবান জানান। সাংবাদিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আখতার আহমদ খান, আলতাফ মাহমুদ, আবদুল জলিল ভুঁইয়া, ইয়াসিন আহমদ, শুভ রহমান প্রমুখ।

পোস্তগোলায় মে দিবস সমাবেশে খালেদা জিয়া ভাষণ দিবেন

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ বিএনপির চেয়ারপারসন ও জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া মহান মে দিবস উপলক্ষে আজ (মঙ্গলবার) বিকাল ৩টায় পোস্তগোলা আলম মার্কেট চত্বরে এক শ্রমিক সমাবেশে ভাষণ দিবেন। জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল এই সমাবেশের আয়োজন করিয়াছে।

মন্ত্রিসভায় 'একটি বাড়ী একটি খামার' কর্মসূচীর প্রস্তাব অনুমোদন

বাসস ॥ মন্ত্রিসভা গতকাল সোমবার 'একটি বাড়ী একটি খামার' শীর্ষক কর্মসূচী সংক্রান্ত পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে এই অনুমোদন দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত গ্রাম উন্নয়নের রূপরেখার আলোকে সংবিধানের ৭, ৯, ১০, ১৪, ১৫ ও ১৬ অনুচ্ছেদের ভিত্তিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় সংসদ নেতা হিসাবে জনগণের সামগ্রিক সেবা ও কল্যাণের উদ্দেশ্যে দেশের ভৌত, অভৌত ও সময় সম্পদের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের প্রতিটি পরিবারকে স্বাবলম্বী করার অনন্য সাধারণ ও যুগান্তকারী 'একটি বাড়ী একটি খামার' শীর্ষক জাতীয় কর্মসূচীর দর্শন প্রণয়ন করেন। জনগণের সৃজনশীলতা ও সম্ভাবনাকে কাজে লাগাইয়া গ্রামবাসী বিশেষ করিয়া মহিলা ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে তাহাদের নিজ নিজ পায়ে দাঁড় করানোর লক্ষ্যে স্থানীয় পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান, তাহাদের সমস্যা ও অন্তরায়গুলি দূর করা এবং সার্বিকভাবে একটি অনুকূল পরিবেশ গড়িয়া তোলা ও সহায়ক ভূমিকা পালনে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এ কর্মসূচীর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।